জীবননগরে কালবৈশাখী ঝড়ে ঘর বিধ্বস্ত

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড়ে বেশ কিছু ঘর বিধ্বস্তসহ ফসলাধি নষ্ঠ। ঝড়ে ঘরের দেয়াল চাপায় গুরুত্বর আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার । এছাড়া গাছ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে রাতে আঘাত হানা কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে এসব ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত তালিকা করতে মাঠে নেমেছে প্রশাসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন কালবৈশাখী ঝড়ে ঘরের দেওয়াল ও টিন উড়ে গঙ্গাদাশপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদেরের মেয়ে মোছাঃ বেলি খাতুন গুরুত্বর আহত হয়েছে। ঘর তৈরি করবে এমন সামথ্য না থাকায় ওই মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা অন্যর বাড়িতে রাত যাপন করছে। একই অবস্থা দিনমজুর শহিদুল ইসলাম,জিয়াউর রহমানের পরিবারের।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইসাবুল ইসলাম মিল্টন বলেন,কালবৈশাখী ঝড়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এ বিষয়ে আমরা তালিকা তৈরি করছি তালিকা তৈরি শেষে উপজেলাতে জমা দিব ।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন, জীবননগর উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে মোট ক্ষতির পরিমান হিসাব করা হয়েছে সাড়ে ১২হেক্টর জমি এবং আক্রান্ত হয়েছে ২৫ হেক্টর জমি। তবে কৃষি অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

জীবননগরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

এবারে জীবননগর উপজেলার ৮টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ বছর জীবননগর উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২হাজার ৯০ জন।

আজ রবিবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রথম দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যাতে কোন ধরনের অপৃতিকর ঘটনা না ঘটে সে জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করে।

জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সুত্রে জানা গেছেএ বছর জীবননগর উপজেলায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৫৫৯ জন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১ জন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নিচ্ছে ৩৩০ জন পরীক্ষাথী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছে।

জীবননগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, এসএসসি পরীক্ষা খুব সুন্দর ভাবেই প্রথম পরীক্ষা শেষ হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই। কেউ প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালেও তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদশন করেন।

দামুড়হুদায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্টের বাজেট

বিষয়ে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-৩) প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাজেট বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১২টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ, সহকারী প্রকৌশলী আক্তারুজ্জামান, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলি ইউপি চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন ও নাটুদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাফিকুল ইসলামসহ ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের সচিবগণ।

এসময় ইউএনও রোকসানা মিতা বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে এলজিএসপি-৩ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপ দিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আলমডাঙ্গায় আইপিএল জুয়ায় বাজি,

হারাতে বসেছে বসতবাড়ি

আইপিএল খেলায় বাজি ধরে তিন ভরি সোনার বাজি হেরে বসতবাড়ি খোয়াতে বসেছেন আলমডাঙ্গার এক্সচেঞ্জপাড়ার কারিগর রতন কারিগর। আলমডাঙ্গা সোনারপটির ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার অলংকার বানাতে কারিগর রতন পাররকে পাঁচ ভরি সোনা দেন। তারমধ্যে দুই ভরি সোনার গহনা তৈরি করে মালিককে দিলেও বাকী তিন ভরি সোনা আইপিএল জুয়ায় উড়িয়েছেন রতন পাত্র। হেরে যাওয়া স্বর্ণের মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় রতন পাত্রের দেড় শতক জমির বসতবাড়িটি মালিক ছিদাম কর্মকারের নামে বায়নানামা করে দিতে হচ্ছে বলে সালিশ বৈঠকসূত্রে জানা যায়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সোনাপট্টির ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার অলংকার তৈরী করে দিতে তার কারিগর রতন পাত্রকে পাঁচ ভরি স্বর্ণ দেন। রতন পাত্র সেই স্বর্ণ নিয়ে দুই ভরি সোনার গহনা তৈরি করে দেন। বাকী তিন ভরি সোনা নিয়ে চলমান আইপিএল খেলার জুয়ার আসরে বসে। জমজমাট জুয়া খেলায় তিমি তিন ভরি সোনা হেরে যায়। এ ঘটনার পর রতন পাত্র গা- ঢাকা দেয়।

বাজি ধরার ব্যাপারটি জানাজানি হলে জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার বিপাকে পড়েন। স্বর্ণ আদায় করতে তিনি গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনাপট্টিতে একটি সালিশ বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে অভিযুক্ত রতন পাত্রের বাবা আলমডাঙ্গা শহরের এক্সচেঞ্জপাড়ার কার্ত্তিক পাত্র উপস্থিত হন। দরিদ্র কার্ত্তিকপাত্র ছেলের অপকর্ম মেনে নিয়ে স্বর্ণের মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে দুই বছর সময় চান। ক্ষতিগ্রস্ত জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার দুই বছর সময় মেনে নেন। তবে কার্ত্তিক পাত্রের এক্সচেঞ্জপাড়ার দেড় কাঠার জমির বাড়িটি ছিদাম কর্মকারের নামে স্ট্যাম্পে বায়নানামা করে দিতে বলেন। দুই বছর সময়ের মধ্যে টাকা দিতে ব্যর্থ হলে বাড়িটি ছিদাম কর্মকারের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার শর্তও জুড়ে দেন তিনি। এ বিষয়ে চূড়ান্ত করা হবে আগামিকাল সোমবার সালিশে।

এ ব্যাপারে ফেন্সি জুয়েলার্সের মালিক ছিদাম কর্মকার এক রহস্যজনক কারণে বাজিতে স্বর্ণ হারানো ও টাকা উদ্ধারে বিলম্বিত হওয়ায় বাড়ি লিখে নেওয়ার বিষয়ে কোন তথ্য জানাতে রাজি হননি।

তবে সালিশকারী আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল

হোসেন বলেন, সালিশ বৈঠকে সমস্যার সমাধান হয়নি। তিনি অভিযুক্ত রতন পাত্রের বাবা কার্ত্তিক পাত্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তার বসতবাড়ির বায়নানামা কোন ব্যক্তির নামে না করে জুয়েলারী মালিক সমিতি অথবা বণিক সমিতির নামে করার কথা বলেন। পরবর্তি বৈঠকে সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিলো ছাত্রলীগ

চুয়াডাঙ্গায় কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে এখন পাকা ধান। মাঠে যাদের পাকা ধান রয়েছে আকাশে মেঘ দেখলেই তাঁরা পড়ছেন চরম দুঃশ্চিন্তায়। ধান পুরোপুরি পেকে গেলেও শ্রমিক সংকটের কারণে অনেক কৃষকই সঠিক সময়ে ধান কাটতে পারছেন না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ।

শনিবার (২৯ এপ্রিল) সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী ইমদাদুল হক সজলের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বুজরুক গড়গড়ি বুদ্ধিমানপাড়ার রেজাউল নামের এক কৃষকের দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে বেঁধে দিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ধান কাটা বাঁধা কাজে মাঠে উপস্থিত থেকে সজলকে সহযোগিতা করেন আরফিন সজীব, সুমন নাসিম, রাইসুল ইসলাম, ইউসুফ, লিখন, সাব্বির, তৌকি, অংকন, অনিক, আল-মামুন, রোমেল-সহ ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মীবৃন্দ।

গাজী ইমদাদুল হক সজল জানান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে আমরা কৃষকের জমির পাকা ধান কেটে দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছি। করোনাকালেও আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক কৃষকের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। সামনের দিনেও এধরনের কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রাখবো। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় অসহায় মানুষের পাশে

আছে, অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

দর্শনায় ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়ানোর অভিযোগে আটক ১

দর্শনার উজলপুর গ্রামে ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়ানোর অভিযোগ উঠেছে আনিছ উদ্দিন নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আনিছ উদ্দিনকে পুলিশের কাছে তুলে দিয়েছে গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ, এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস ও এসআই সুজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেয়।

ঘটনার বিবরণে জানাগেছে, আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের মৃত রহমান মন্ডলের ছেলে আনিছ উদ্দিন (৫৫) গ্রামের ছটাংগার মাঠে তার নিজ জমিতে একটি কোরআন শরিফ পুড়ায়। এরপর মাঠ হতে গ্রামে ফিরে তা মানুষের নিকট প্রচার করে।
এমন খবর শুনারপর তার সত্যতা যাচায়ে মাঠে যায় গ্রামের লোকজন। ঘটনাস্থলে যেয়ে কোরআন শরীফ পুড়ানোর সত্যতা পায়। পরে পুলিশের খবর দিলে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান, এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস ও এসআই সুজন ঘটনাস্থল পৌছে প্রাথমিক তদন্ত শেষে কোরআন শরীফ পুড়ানোর অপরাধে আনিছ উদ্দিনকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ১২ এপ্রিল সে একটি কোরআন শরিফ আংশিক পুড়িয়ে গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে নজর আলী মাস্টারের বাড়ির গেটের সামনে রেখে যায়। পরে পুলিশ খবরপেয়ে সরজমিন পরিদর্শন করে কোরআন শরিফটি উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়রা জানায়, আনিছ উদ্দিন বেশ কিছুদিন মানষিক ভারসাম্যহীন ভাবে চলাফেরা করছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান জানান, পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ানোর অপরাধে ২৯৫ ধারায় মামলা দায়ের করে আসামীকে চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় শ্রমিক সংকটে বিপাকে পড়েছে কৃষকেরা

চলতি বোরো মৌসুমে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন মাঠে হাজার হাজার হেক্টর পাঁকা ধান। প্রতিদিন রোদ মেঘের খেলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে কৃষকেরা। এদিকে, ধান কাটতে চাপ বাড়ায় অধিক টাকা ব্যয় করেও শ্রমিক মিলছে না কৃষকদের। ধান কেটে ঘরে তোলা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তারা। গত বছর স্থানীয় শ্রমিকেরা ধান কাঁটা ও বাঁধায় বিঘা প্রতি ২ হাজার টাকা নিলেও বর্তমানে তা বেড়ে ৩ হাজার টাকায় পৌঁছে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চলতি মৌসুমে আলমডাঙ্গায় বোরো চাষ হয়েছে ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে।

কালিদাসপুর গ্রামের কৃষক মনজু আহমেদ নামে এক কৃষক বলেন, তীব্র দাবদহে পর থেকে প্রকৃতির বৈরিতা চলছে। পরপর ২ দফায় কাল বৈশাখী তাণ্ডব চালিয়েছে মাঠগুলোতে। ফলে অনেক গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বৃষ্টির পানির পরিমাণ কম হলেও নিচু জায়গা গুলোতে হঠাৎ বৃষ্টিতে প্লাবিত হবার শঙ্কায় রয়েছে কৃষকেরা। ধান ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ফলন হবে অনেক কম। গেলো বছরগুলোতে প্রতি বিঘা জমিতে ২৫-২৮ মণ ধান পাওয়া গেছে। এ বছর ১৮-২০ মণ ধান পাওয়া কঠিন। সব মিলিয়ে হতাশার মধ্যে আছি।

আইলহাঁস গ্রামের কৃষক মফিজ উদ্দীন জানান, একদিকে মাঠের পর মাঠ ধান নুয়ে পড়ে আসে কিন্তু কাটার মতো শ্রমিক নেই। অল্প কিছু শ্রমিক কাজ করছে। তারপর তাদের কাজ দিতে হচ্ছে উচ্চ মূল্য। গত বছর এক বিঘা জমির ধান কাটতে কাটতে খরচ হয়েছে ২ হাজার টাকা, এ বছর

লাগছে ৩ হাজার টাকা। এরপরও শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।

নাগদাহ গ্রামের কৃষক সারোয়ার হোসেন জানান, এ বছর সবদিক দিয়ে কৃষকের লোকশান। একদিকে শ্রমিক সংকট অন্যদিকে বাজারে দাম পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি আরো জানান, আকাশে রোদ মেঘের খেলায় আতঙ্কের মধ্যে যাচ্ছি। ৫ বিঘা জমির ধান ক্ষেতে পড়ে আছে। ঝড় বৃষ্টি হলেই ধান ঝরে পড়বে। এতে বড় লোকসানের মধ্যে পড়তে হবে। সরকারি দাম ১২’শ টাকা নির্ধারণ করলেও খুচরা বাজারে ১ হাজার থেকে ১১’শ টাকায় ক্রয় করছে আড়ৎ মালিকেরা।

আলমডাঙ্গা মিল মালিক সংগঠনের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম জানান, উঠতি মৌসুমের ধান ইতোমধ্যে বাজারে আসতে শুরু করেছে। বর্তমানে বাজারে আসা ধানে আদ্রতা ও চিটার পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে এসব ধান বেশি দামে কিনলে লোকশান গুনতে হবে আমাদের। তাই বাজারে ধানের দাম কিছুটা কম।

আলমডাঙ্গা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান, এরইমধ্যে সরকারিভাবে ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। সরকারের শুরু হওয়া ধান ক্রয় কার্যক্রম বেগবান হলেই বাজারে ধানের দাম বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির শপথ ও দায়িক্তভার গ্রহন

দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির শপথ ও দায়িত্বভার গ্রহন অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধায় প্রেসক্লাব ভবনে এ দায়িত্বভার অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহব্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরুর সভাপতিত্বে নব নির্বাচিত কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্টানে আলোচনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সবাপতি ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আওয়াল হোসেন, চঞ্চল

মেহমুদ, সদস্য সাবেক সাধারন সম্পাদক ওসমান আলী, নবনির্বাচিত কমিটির প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারন সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন।

আলোচনা শেষে নির্বাচিত দুটি কমিটির সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং দায়িক্তভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কচি, তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক আবিদ হাসান রিফাত, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজিব মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ মাসুম বিল্লাহ।

সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান রনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসমত আলী, দপ্তর সম্পাদক সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাব্বির আলিম, তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক ওয়াসিম রয়েল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জামান তারিক, কার্যনির্বাহী সদস্য-এফএ আলমগীর, ফরহাদ হোসেন, মনজুর আহমেদ।

উল্লেখ্য গত ৭ এপ্রিল শুক্রবার দর্শনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতি নামে দুটি সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

“বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়, শেখ হাসিনা’র অবদান বিনামূল্যে লিগ্যাল এইডে আইনি সেবাদান” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শুক্রবার উপজেলা লিগাল এইড কমিটির আয়োজনে সকাল সাড়ে ৯টায় র্যালি ও সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা লিগাল এইড কমিটির সদস্য সচিব ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুতুবউদ্দিন, দেউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহানারা পারভীন, দশমী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র পাল, হাউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সিরাজুল হক, বাস্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসমোতারা, নাপিতখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তমাল উদ্দিন, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেলিম উদ্দিন, নতুন বাস্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিয়ার রহমান। উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আনিছুর রহমান, হাফিজুর রহমান, আবু সায়েম নিয়াজ প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন লিগাল এইড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র একটি মহতী উদ্যোগ। ন্যায় সঙ্গত ভাবে সবাই যেনো সমভাবে আইনি সহায়তা পায়, গরিব অসহায় দূস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেতে এবং যে কোন পর্যায়ের ব্যক্তির আইনগত পরামর্শ গ্রহণ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে করতে পারবেন। বিরোধ হলেই মামলা নয়, লিগাল এইড অফিসে আপোষও হয়। পারিবারিক, দেওয়ানি এবং আপোষ যোগ্য মামলায় বিজ্ঞ আদালত থেকে প্রেরণ করলে কিংবা সরাসরি লিগাল এইড অফিসে অভিযোগের মাধ্যমে পক্ষদের মধ্যে লিগাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় আপোষ করতে পারিবেন। আপোষ মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষ লাভবান হয় এবং সময় ও অর্থের অপচয় রোধ হয়।

জীবননগরে রয়েল এক্সপ্রেস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

জীবননগর রয়েল এক্সপ্রেস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠ এ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম , বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট টিমের খেলোয়ার ইমরুল কায়েস,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ মুন্সী নাসির উদ্দিন, জীবননগর পৌর যুবলীগের সভাপতি শাহ আলম মোঃ শরিফুল ইসলাম ছোট বাবুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাবেক খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।